বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৫

উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

সংসদীয় আসন বিবরণী

সংসদীয় আসনের নাম	উপজেলার নাম
➢ ৯৫ বাগেরহাট-০১	❖ ফকিরহাট ❖ মোল্লাহাট ❖ চিতলমারী

৯৫ বাগেরহাট-০১ সংসদীয় আসনের সার-সংক্ষেপ

- উপজেলা-০৩টি (ফকিরহাট, মোল্লাহাট ও চিতলমারী
- ইউনিয়ন – ২২টি
- ফকিরহাট উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন - ০৮টি
  - ১. বাহিরদিয়া মানসা, ২. বেতাগা, ৩. ফকিরহাট, ৪. লখপুর, ৫. মূলঘর, ৬. নলধা মৌভোগ, ৭. পিলজংগ, ৮. শুভদিয়া।
- মোল্লাহাট উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন - ০৭ টি।
  - ১. উদয়পুর, ২. চুনখোলা, ৩. গাংনী, ৪. কুলিয়া, ৫. গাওলা, ৬. কোদালিয়া, ৭. আটজুড়ি।
- চিতলমারী উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন - ০৭ টি।
  - ১. বড়বাড়িয়া, ২. কলাতলা, ৩. হিজলা, ৪. শিবপুর, ৫. চিতলমারী, ৬. চরবানিয়া, ৭. সন্তোষপুর।
- সর্বমোট ভোটার- ৩৭৫৫৭০ (পুরুষ-১৯০৮৪২; মহিলা-১৮৪৭২৬; হিজড়া-০২)
- ভোটকেন্দ্র- ১৪৭ টি (স্থায়ী-১৪৭টি, অস্থায়ী-০)
- ভোটকক্ষ- ৭৪৪ টি (স্থায়ী-৭২৮টি; অস্থায়ী-১৬টি)

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফকিরহাট উপজেলার ৫২ টি ভোট কেন্দ্রের তথ্য

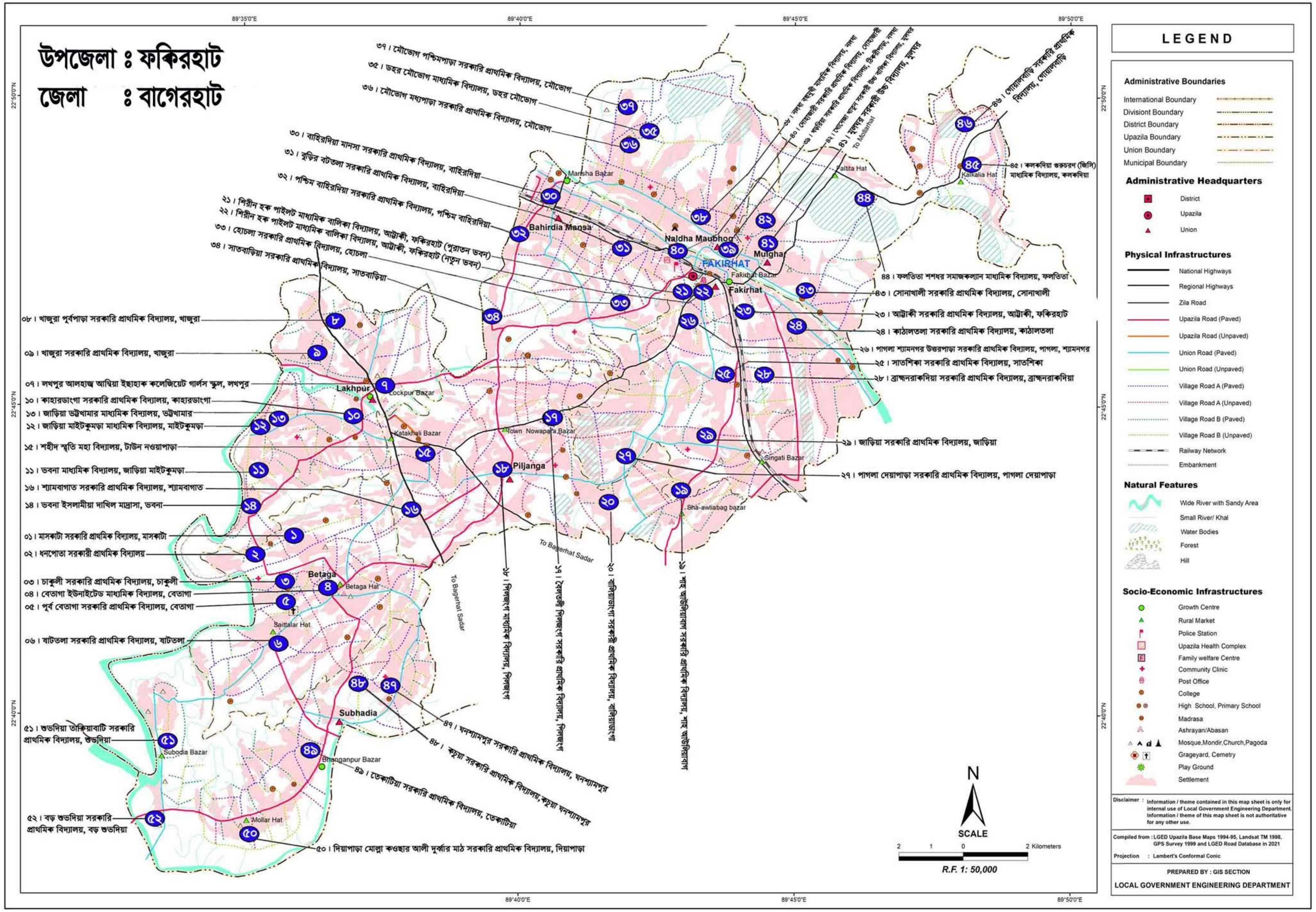

ফকিরহাট উপজেলার ভোটার ও ভোটকেন্দ্রের সার-সংক্ষেপ

মোট ভোটার – ১,২৯,০৯৭ জন
পুরুষ ভোটার – ৬৩,৭১০ জন
মহিলা ভোটার – ৬৫,৩৮৭ জন
হিজড়া ভোটার – ০ জন

ভোটকেন্দ্র - ৫২ টি
অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র- ১১টি
ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র - ২৩টি
সাধারণ ভোটকেন্দ্র - ১৮টি

ভোটকেন্দ্র - ৫২টি
স্থায়ী ভোটকেন্দ্র - ৫২টি
অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র - ০টি

ভোটকক্ষ - ২৫৭টি
স্থায়ী ভোটকক্ষ - ২৫২টি
অস্থায়ী ভোটকক্ষ - ০৫টি

ফকিরহাট উপজেলার ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তার সার-সংক্ষেপ

প্রিজাইডিং অফিসার – ৫২ জন	
সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ২৫৭ জন	পোলিং অফিসার ৫১৪ জন

ফকিরহাট উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা

ক্রমিক	ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া	মোট
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১	বাহিরদিয়া মানসা	৬৭৪৭	৬৯৯৭	০	১৩৭৪৪
২	বেতাগা	৬২৫৭	৬৫০৯	০	১২৭৬৬
৩	ফকিরহাট	১১৩৮১	১১৮৭২	০	২৩২৫৩
৪	লখপুর	৯৫৯৪	৯৫৮৪	০	১৯১৭৮
৫	মূলঘর	৬৮১৫	৬৯২৬	০	১৩৭৪১
৬	নলধা মৌভোগ	৭৫৪৬	৭৬৩৩	০	১৫১৭৯
৭	পিলজংগ	৮৭৯৪	৯০১১	০	১৭৮০৫
৮	শুভদিয়া	৬৫৭১	৬৮৬০	০	১৩৪৩১
ফকিরহাট উপজেলার সর্বমোট= সর্বশেষ হালনাগাদ (০৭.১২.২০২৫)		৬৩৭০৫	৬৫৩৯২	০	১২৯০৯৭

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের সার-সংক্ষেপ

ক্রম	উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের ধরণ					ভেন্যু
			প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	মাদ্রাসা	মোট	
১	২	৩	৪ (ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ক+খ+গ+ঘ)	৫
০১	ফকিরহাট	বাহিরদিয়া মানসা	০৫	০	০	০	০৫	
০২		বেতাগা	০৫	০১	০	০	০৬	
০৩		ফকিরহাট	০৭	০১	০	০	০৮	
০৪		লখপুর	০৪	০৩	০	০১	০৮	
০৫		মূলঘর	০২	০৪	০	০	০৬	
০৬		নলধা মৌভোগ	০৪	০২	০	০	০৬	
০৭		পিলজংগ	০৪	০১	০১	০	০৬	
০৮		শুভদিয়া	০৬	০	০	০	০৬	
সর্বমোট=			**৩৭**	**১২**	**০১**	**০১**	**৫১**	

যাতায়াতে অসুবিধা রয়েছে এমন ভোটকেন্দ্রের তথ্য

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন	ভোটকেন্দ্রের নম্বর নাম ও অবস্থান	ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	বাগেরহাট	ফকিরহাট	লখপুর	১৪। ভবনা ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা, ভবনা	মূল রাস্তা থেকে ২০০ মিটার দূরে কেন্দ্র অবস্থিত হেঁটে যেতে হয়।	

ফকিরহাট উপজেলাধীন সংস্কার (সীমানা প্রচীর ও দরজা-জানালা) সংক্রান্ত ভোটকেন্দ্র

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন	ভোটকেন্দ্রের নম্বর নাম ও অবস্থান	ভোটকেন্দ্রে সমস্যা সংক্রান্ত বিবরণী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বেতাগা	০১. মাসকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাসকাটা।	সীমানা প্রাচীর নেই	
০২	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বেতাগা	০২. ধনপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধনপোতা।	সীমানা প্রাচীর নেই	
০৩	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বেতাগা	০৩. চাকুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাকুলী।	সীমানা প্রাচীর নেই	
০৪	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বেতাগা	০৪. বেতাগা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেতাগা।	কয়েকটি জানালা মেরামত প্রয়োজন।	
০৫	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বেতাগা	০৫. পূর্ব বেতাগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেতাগা।	সীমানা প্রাচীর নেই	
০৬	বাগেরহাট	ফকিরহাট	লখপুর	০৯. খাজুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাজুরা।	সীমানা প্রাচীর নেই	
০৭	বাগেরহাট	ফকিরহাট	লখপুর	১২. জাড়িয়া মাইটকুমড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাড়িয়া মাইটকুমড়া।	সীমানা প্রাচীর নেই	
০৮	বাগেরহাট	ফকিরহাট	লখপুর	১৩. জাড়িয়া ভট্টখামার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভট্টখামার।	সীমানা প্রাচীর নেই	
০৯	বাগেরহাট	ফকিরহাট	পিলজংগ	১৭. বৈলতলী পিলজংগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিলজংগ।	বাথরুম সংস্কার প্রয়োজন।	
১০	বাগেরহাট	ফকিরহাট	পিলজংগ	১৮. পিলজংগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিলজংগ।	জানালা মেরামত প্রয়োজন।	
১১	বাগেরহাট	ফকিরহাট	ফকিরহাট	২১. শিরীন হক পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আট্টাকী, ফকিরহাট। (পুরাতন ভবন)	জানালা মেরামত প্রয়োজন।	

ফকিরহাট উপজেলাধীন সংস্কার (সীমানা প্রচীর ও দরজা-জানালা) সংক্রান্ত ভোটকেন্দ্র

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন	ভোটকেন্দ্রের নম্বর নাম ও অবস্থান	ভোটকেন্দ্রে সমস্যা সংক্রান্ত বিবরণী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	বাগেরহাট	ফকিরহাট	ফকিরহাট	২৩. আট্টাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আট্টাকী, ফকিরহাট।	সীমানা প্রাচীর নেই	
১৩	বাগেরহাট	ফকিরহাট	ফকিরহাট	২৪. কাঠালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাঠালতলা।	সীমানা প্রাচীর নেই	
১৪	বাগেরহাট	ফকিরহাট	ফকিরহাট	২৬. পাগলা শ্যামনগর উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সীমানা প্রাচীর নেই	
১৫	বাগেরহাট	ফকিরহাট	ফকিরহাট	২৭. পাগলা দেয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাগলা দেয়াপড়া।	সীমানা প্রাচীর নেই	
১৬	বাগেরহাট	ফকিরহাট	ফকিরহাট	২৮. ব্রাক্ষনরাকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্রাক্ষনরাকদিয়া।	সীমানা প্রাচীর নেই	
১৭	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বাহিরদিয়া-মানসা	৩০. বাহিরদিয়া-মানসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাহিরদিয়া।	সীমানা প্রাচীর নেই	
১৮	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বাহিরদিয়া-মানসা	৩২. পশ্চিম বাহিরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম বাহিরদিয়া।	সীমানা প্রাচীর নেই	
১৯	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বাহিরদিয়া-মানসা	৩৩. হোচলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোচলা।	সীমানা প্রাচীর নেই	
২০	বাগেরহাট	ফকিরহাট	বাহিরদিয়া-মানসা	৩৪. সাতবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতবাড়ীয়া।	সীমানা প্রাচীর নেই	
২১	বাগেরহাট	ফকিরহাট	নলধা মৌভোগ	৩৫. ডহর মৌভোগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডহর মৌভোগ।	সীমানা প্রাচীর নেই ও কয়েকটি জানালা মেরামত প্রয়োজন।	
২২	বাগেরহাট	ফকিরহাট	নলধা মৌভোগ	৩৬. মৌভোগ মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌভোগ।	সীমানা প্রাচীর নেই	

ফকিরহাট উপজেলাধীন সংস্কার (সীমানা প্রচীর ও দরজা-জানালা) সংক্রান্ত ভোটকেন্দ্র

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন	ভোটকেন্দ্রের নম্বর নাম ও অবস্থান	ভোটকেন্দ্রে সমস্যা সংক্রান্ত বিবরণী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩	বাগেরহাট	ফকিরহাট	নলধা মৌভোগ	৩৭. মৌভোগ পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌভোগ।	সীমানা প্রাচীর নেই	
২৪	বাগেরহাট	ফকিরহাট	নলধা মৌভোগ	৩৯. খড়রিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঠিকরীপাড়া, নলধা।	সীমানা প্রাচীর নেই ও বাথরুম সংস্কার প্রয়োজন।	
২৫	বাগেরহাট	ফকিরহাট	নলধা মৌভোগ	৪০. দোহাজারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোহাজারী	সীমানা প্রাচীর নেই	
২৬	বাগেরহাট	ফকিরহাট	মূলঘর	৪৩. সোনাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাখালী।	সীমানা প্রাচীর নেই	
২৭	বাগেরহাট	ফকিরহাট	মূলঘর	৪৪. ফলতিতা শশধর সমাজকল্যান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফলতিতা।	সীমানা প্রাচীর নেই	
২৮	বাগেরহাট	ফকিরহাট	মূলঘর	৪৫. কলকলিয়া গুরুচরণ (জি সি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলকলিয়া।	সীমানা প্রাচীর নেই ও দরজা, জানালা সংস্কার প্রয়োজন।	
২৯	বাগেরহাট	ফকিরহাট	মূলঘর	৪৬. গোয়ালবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোয়ালবাড়ী।	সীমানা প্রাচীর নেই	
৩০	বাগেরহাট	ফকিরহাট	শুভদিয়া	৪৭. ঘনশ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘনশ্যামপুর।	সীমানা প্রাচীর নেই	
৩১	বাগেরহাট	ফকিরহাট	শুভদিয়া	৪৯. তেকাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেকাটিয়া।	সীমানা প্রাচীর নেই ও বাথরুম সংস্কার প্রয়োজন।	
৩২	বাগেরহাট	ফকিরহাট	শুভদিয়া	৫০. দিয়াপাড়া মোল্লা কওছার আলী দুর্খার মাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সীমানা প্রাচীর নেই	
৩৩	বাগেরহাট	ফকিরহাট	শুভদিয়া	৫১. শুভদিয়া তাকিয়াবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শুভদিয়া ।	সীমানা প্রাচীর নেই	

কেন্দ্র নং- ০১
কেন্দ্রের নাম: মাসকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাসকাটা।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৬৯২ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৬টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ৪টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২৫ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ০২
কেন্দ্রের নাম: ধনপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধনপোতা।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৮০৪ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২৭ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ০৩
কেন্দ্রের নাম: চাকুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাকুলী।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৬৮৯ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২১ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ০৪
কেন্দ্রের নাম: বেতাগা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেতাগা।

অধিক ঝুঁকিপূর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১০৮৮ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০২ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৮ (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১৮কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ০৫
কেন্দ্রের নাম: পূর্ব বেতাগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেতাগা।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৯০১ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৬ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ১টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১৬ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ,মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ০৬
কেন্দ্রের নাম: ষাটতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ষাটতলা।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৫৯২ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (২ দরজা বিশিষ্ট
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২২ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস ও সাধারণ যানবাহন

কেন্দ্র নং- ০৭

কেন্দ্রের নাম: লখপুর আলহাজ্ব আম্বিয়া ইছাহাক কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, লখপুর।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৮৬৭ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৬ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৭টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ১০টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১৩ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ০৮
কেন্দ্রের নাম: খাজুরা পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাজুরা।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৮২৭ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৬ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৬টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২০ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ০৯
কেন্দ্রের নাম: খাজুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাজুরা।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৯৭৫ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৬ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৬টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ২টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১৭ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, পিকআপ, মাইক্রোবাস

কেন্দ্র নং- ১০
কেন্দ্রের নাম: কাহারডাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাহারডাংগা।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২২৪৬ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ২টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১৩ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে (আংশিক)
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক, পিকাপ

কেন্দ্র নং- ১১
কেন্দ্রের নাম: ভবনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জাড়িয়া মাইটকুমড়া।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৮৪১ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৬টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১০ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক

কেন্দ্র নং- ১২
কেন্দ্রের নাম: জাড়িয়া মাইটকুমড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাড়িয়া মাইটকুমড়া।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৯১৮ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১২ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ১৩

কেন্দ্রের নামঃ জাড়িয়া ভট্টখামার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভট্টখামার।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৯৮১ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৬টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ৬টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১৫ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ১৪
কেন্দ্রের নাম: ভবনা ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা, ভবনা।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৫২৩ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ৮টি(১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১৬ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস ও ভ্যান

কেন্দ্র নং- ১৫
কেন্দ্রের নাম: শহীদ স্মৃতি মহা বিদ্যালয়, টাউন নওয়াপাড়া।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৬৯১ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ১৩টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৯ কি.মি
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক

কেন্দ্র নং- ১৬
কেন্দ্রের নাম: শ্যামবাগাত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামবাগাত।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২০০৮ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ৪টি (২ দরাজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১১ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ১৭
কেন্দ্রের নাম: বৈলতলী পিলজংগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিলজংগ।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৪৪৯২ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৮ টি (অস্থায়ী বুথ ০১টি)
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ৩টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দুরত্ব : ০৮ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক

কেন্দ্র নং- ১৮
কেন্দ্রের নাম: পিলজংগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিলজংগ।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৭৯৪ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ১০টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৮ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক, পিকআপ, মাইক্রোবাস

কেন্দ্র নং- ১৯
কেন্দ্রের নাম: শাহ আউলিয়াবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহ আউলিয়াবাগ।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৫৯৩ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১০ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : ছট পিকআপ, মহেন্দ্র

কেন্দ্র নং- ২০
কেন্দ্রের নাম: বালিয়াডাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিয়াডাংগা।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১২২৭ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৩ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১০ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : ছোট পিকআপ, মহেন্দ্র

কেন্দ্র নং- ২১
কেন্দ্রের নাম: শিরীন হক পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আট্টাকী, ফকিরহাট। (পুরাতন ভবন)

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২০৩৫ জন (পুরুষ)
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ৩টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দুরত্ব : ০১ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ২২
কেন্দ্রের নাম: শিরীন হক পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আট্টাকী, ফকিরহাট। (নতুন ভবন)

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২১৯০ জন (মহিলা)
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (২ দরজা বিশিষ্ট
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০১ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ২৩
কেন্দ্রের নাম: আট্টাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আট্টাকী, ফকিরহাট।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২২৫৫ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ৫ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ৩টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক, পিকআপ, ভ্যান

কেন্দ্র নং- ২৪

কেন্দ্রের নাম: কাঠালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাঠালতলা।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৪৩৬ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ৩টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৪ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, পিকআপ ইত্যাদি

কেন্দ্র নং- ২৫
কেন্দ্রের নাম: সাতশিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতশিকা।

অধিক ঝুঁকিপুর্ণ

• বর্তমান ভোটার সংখ্যা	: ২৮৩৮ জন
• বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা	: ০৬ টি
• ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা	: ০৮টি (২ দরজা বিশিষ্ট)
• ফকিরহাট থেকে দূরত্ব	: ০৮ কি. মি.
• রাস্তার ধরন	: পাকা ও টিনসেড
• বিল্ডিং এর ধরন	: পাকা
• খাবার পানির ব্যবস্থা	: আছে
• বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা	: আছে
• টয়লেটের ব্যবস্থা	: আছে
• সীমানা প্রাচীর আছে কি না	: আছে
• সামনে খোলা জায়গা আছে কি না	: আছে
• কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ	: পিকআপ, বাস, মাহেন্দ্র

কেন্দ্র নং- ২৬
কেন্দ্রের নাম: পাগলা শ্যামনগর উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাগলা শ্যামনগর।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৭৪২ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০১টি (২ দরজা বিশিষ্ট), ৫টি (১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২.৫ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, ট্রাক, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ২৭
কেন্দ্রের নাম: পাগলা দেয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাগলা দেয়াপড়া।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৯২৩ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪ (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০২টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৮ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মাহেন্দ্র

কেন্দ্র নং- ২৮

কেন্দ্রের নাম: ব্রাহ্মনরাকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্রাহ্মনরাকদিয়া ।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৬৯৯ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০৩টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৮ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : ছোট পিকআপ, মটরসাইকেল, ভ্যান

কেন্দ্র নং- ২৯
কেন্দ্রের নাম: জাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাড়িয়া।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২১৩৫ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৮ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ৩০
কেন্দ্রের নাম: বাহিরদিয়া মানসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাহিরদিয়া।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৫৩৯ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭ (অস্থায়ী বুথ ০১টি)
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০৩টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৩ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনিবাস, পিকআপ, ভ্যান, ইজিবাইক

কেন্দ্র নং- ৩১
কেন্দ্রের নাম: বুড়ির বটতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাহিরদিয়া।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৯৩১ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭ (অস্থায়ী বুথ ০২টি)
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০১টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০২ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, বাস, ভ্যান

কেন্দ্র নং- ৩২

কেন্দ্রের নাম: পশ্চিম বাহিরদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম বাহিরদিয়া।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২১৪২ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৮ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনিবাস, পিকআপ, মাহেন্দ্র

কেন্দ্র নং- ৩৩
কেন্দ্রের নাম: হোচলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোচলা।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৫৫৮ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৩ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : সব ধরনের যানবাহন

কেন্দ্র নং- ৩৪
কেন্দ্রের নাম: সাতবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতবাড়ীয়া।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৫৭৪ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ৫.৬ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ৩৫
কেন্দ্রের নাম: ডহর মৌভোগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডহর মৌভোগ।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৫০৪ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০৩টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৮ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মাহেন্দ্র, ভ্যান, মটরসাইকেল, ছোট পিকআপ

কেন্দ্র নং- ৩৬
কেন্দ্রের নাম: মৌভোগ মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌভোগ।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৫৪৬ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০২টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৯ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনিবাস, মিনি পিকআপ, ভ্যান

কেন্দ্র নং- ৩৭
কেন্দ্রের নাম: মৌভোগ পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌভোগ।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৩৭২ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি (অস্থায়ী বুথ ০১টি)
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১০ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : ছোট পিকআপ, মাহেন্দ্র

কেন্দ্র নং- ৩৮
কেন্দ্রের নাম: নলধা বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নলধা।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৪৯৯ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ১০টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৩ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : ছোট পিকআপ, মিনিবাস

কেন্দ্র নং- ৩৯
কেন্দ্রের নাম: খড়রিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঠিকরীপাড়া, নলধা।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৩৩৩ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০৩টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০২ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : নাই
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : সব ধরনের যানবাহন

কেন্দ্র নং- ৪০
কেন্দ্রের নাম: দোহাজারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোহাজারী

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৯২৫ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ৫.৫ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : নাই
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : ভ্যান, মাহেন্দ্রা

কেন্দ্র নং- ৪১
কেন্দ্রের নাম: মুলঘর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মুলঘর।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩৩৫০ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৭টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ১১টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০২টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১.৫ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : সব ধরনের যানবাহন

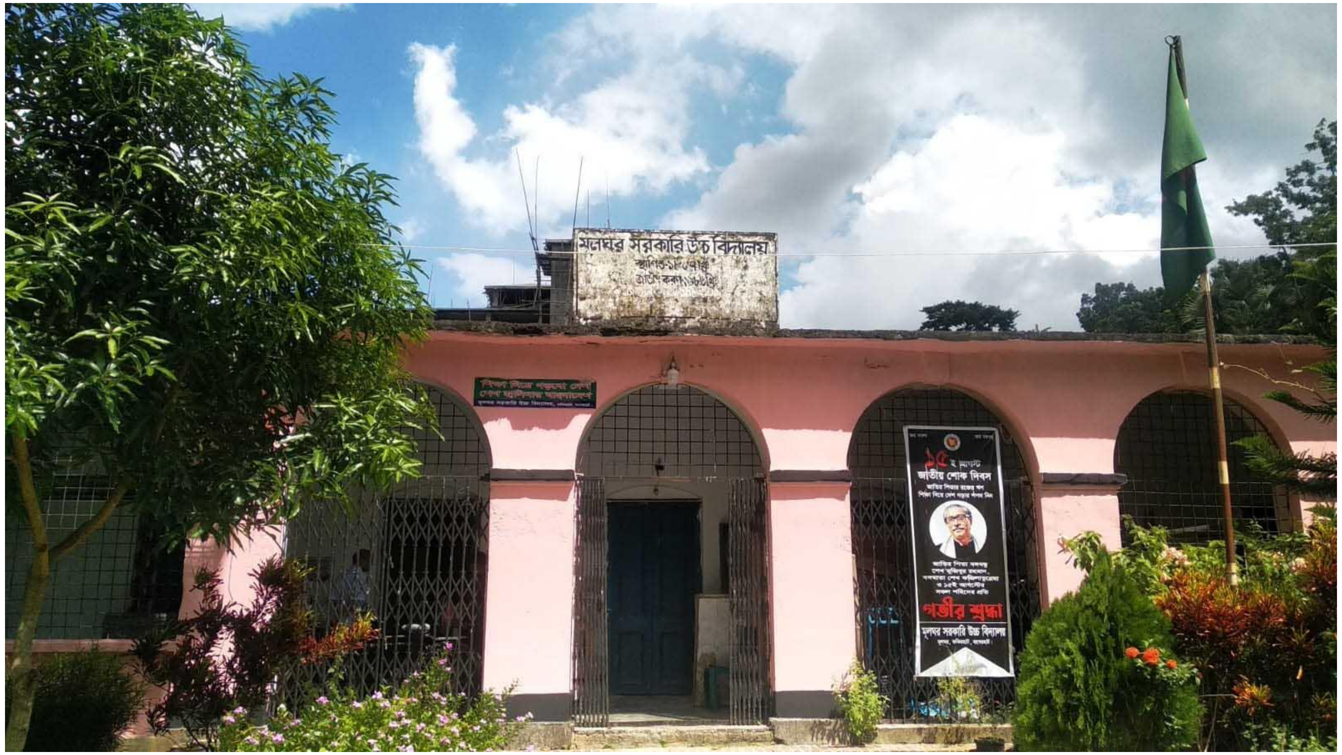

কেন্দ্র নং- ৪২
কেন্দ্রের নাম: খোদেজা খাতুন সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মূলঘর।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৫২১ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০৪টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৪ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : সব ধরনের যানবাহন

কেন্দ্র নং- ৪৩
কেন্দ্রের নাম: সোনাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাখালী।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২১২৩ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০২টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৬ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনিবাস, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ৪৪
কেন্দ্রের নাম: ফলতিতা শশধর সমাজকল্যান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফলতিতা।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৬০৯ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ০৭ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, অটোরিক্সা

কেন্দ্র নং- ৪৫
কেন্দ্রের নাম: কলকলিয়া গুরুচরণ (জি সি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলকলিয়া।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৩৬৫ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ১০টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১০ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস, মোটরসাইকেল, মাহেন্দ্রা

কেন্দ্র নং- ৪৬
কেন্দ্রের নাম: গোয়ালবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোয়ালবাড়ী।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১৭৭৩ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০১টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ১১ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : নাই
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনিবাস, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ৪৭

কেন্দ্রের নাম: ঘনশ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘনশ্যামপুর।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২১৫৬ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ৩০ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : বাস

কেন্দ্র নং- ৪৮
কেন্দ্রের নাম: কচুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কচুয়া, ঘনশ্যামপুর।

ঝুঁকিপুর্ণ

• বর্তমান ভোটার সংখ্যা	: ১৪৭৯ জন
• বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা	: ০৩ টি
• ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা	: ০৪টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
• ফকিরহাট থেকে দূরত্ব	: ২১ কি. মি.
• রাস্তার ধরন	: পাকা
• বিল্ডিং এর ধরন	: পাকা
• খাবার পানির ব্যবস্থা	: আছে
• বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা	: আছে
• টয়লেটের ব্যবস্থা	: আছে
• সীমানা প্রাচীর আছে কি না	: আছে
• সামনে খোলা জায়গা আছে কি না	: আছে
• কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ	: সব ধরনের যানবাহন

কেন্দ্র নং- ৪৯

কেন্দ্রের নাম: তেকাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেকাটিয়া।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩০০৬ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৬ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০৩টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২২ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা ও টিনসেড
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : সব ধরনের যানবাহন

কেন্দ্র নং- ৫০

কেন্দ্রের নাম: দিয়াপাড়া মোল্লা কওছার আলী দুর্ব্বার মাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিয়াপাড়া।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ৩১১১ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৬ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০২টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২৫ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : সব ধরনের যানবাহন

কেন্দ্র নং- ৫১

কেন্দ্রের নাম: শুভদিয়া তাকিয়াবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শুভদিয়া ।

ঝুঁকিপুর্ণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ২৪৭৫ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৫ টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি (০২ দরজা বিশিষ্ট), ০১টি (০১ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ৩৫ কি. মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : নাই
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : নাই
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : মিনি বাস, পিকআপ

কেন্দ্র নং- ৫২
কেন্দ্রের নাম: বড় শুভদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড় শুভদিয়া।

সাধারণ

- বর্তমান ভোটার সংখ্যা : ১২০৪ জন
- বিদ্যমান ভোট কক্ষের সংখ্যা : ০৩টি
- ব্যবহার উপযোগী কক্ষের সংখ্যা : ০৪টি (০২ দরজা বিশিষ্ট)
- ফকিরহাট থেকে দূরত্ব : ২৮ কি.মি.
- রাস্তার ধরন : পাকা
- বিল্ডিং এর ধরন : পাকা
- খাবার পানির ব্যবস্থা : আছে
- বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা : আছে
- টয়লেটের ব্যবস্থা : আছে
- সীমানা প্রাচীর আছে কি না : আছে
- সামনে খোলা জায়গা আছে কি না : আছে
- কেন্দ্রের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ধরণ : ছোট পিকআপ

The Representation of the People Order, 1972 (President's Order)

(PRESIDENT’S ORDER NO. 155 OF 1972)

ক্রমিক	সংশোধনের পূর্বে	সংশোধনের পরে
০১	2. (xia1) EVM এর সংজ্ঞা ছিল	EVM বাতিল
০২	2. (xiaa) সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তালিকায় ছিলা না।	সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে।
০৩	8. (1) কমিটির মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত হতো।	জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত হবে।
০৪	9. (4) রিটার্নিং অফিসার ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারতেন	সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন। তবে উক্তরূপ বরখাস্তের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।
০৫	12. (1aa)আদালত কর্তৃক ফেরারী ও পলাতক আসামি ঘোষিত হলেও নির্বাচনের প্রার্থী হতে পারতেন।	ফেরারী বা পলাতক আসামী হিসেব ঘোষিত হলে পার্থী হতে পারবে না।
০৬	12. (1) সরকারি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির কার্যনির্বাহীর পদটি লাভজনক পদ ছিল না	পদটিকে লাভজনক পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
০৭	12. (3) অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল করা যেত	অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান বাতিল করা হয়েছে।
০৮	12.(3b) বিদেশে সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করা বিধান ছিল না	দাখিল করা বিধান করা হয়েছে।
০৯	12(7)মনোনয়নপত্রের হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা বিধান ছিলা না।	প্রকাশ করার বিধান চালু হয়েছে।
১০	12. (8) সংসদ-সদস্য নির্বাচনের পরও তার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার তদন্ত করা যেত না।	যোগ্যতা ও অযোগ্যতার তদন্ত করা যাবে।

ক্রমিক	সংশোধনের পূর্বে	সংশোধনের পরে
১১	13. (1) জামানত আগে বিশ হাজার টাকা ছিল।	এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়েছে।
১২	14(5) রির্টানিং অফিসারের সিদ্ধান্তের ব্যপারে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিপ্রার্থী ও ব্যাংক ব্যাংক আপিল করতে পারতো	14(5) রির্টানিং অফিসারের সিদ্ধান্তের ব্যপারে প্রতিদন্দ্বিপ্রাথী এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আপিল করতে পারবে
১৩	19. (1)(a) NO Vote এর বিধান ছিল না	NO Vote এর বিধান চালু হয়েছে। তবে ২য় ভোটের ক্ষেত্রে না ভোট প্রযোগ্য না।
১৪	20. (1) জোটর যেকোন দল যেকোন দলীয় প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করতে পারতো	নিজ দলের প্রতিকে নির্বাচন করতে হবে।
১৫	21. (1) দেশের যে কোন ভোটার এলাকার ভোটার প্রধান নির্বাচনী এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে পারতো।	শুধু সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটার প্রধান নির্বাচনী এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
১৬	25.(1) রিটার্নিং অফিসারের সাথে পরামর্শ ক্রমে ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারতেন	প্রিজাইডিং অফিসার ভোট বন্ধ করে রিটার্নিং অফিসারের অবহিত করবেন।
১৭	26. EVM এর ভোট নেওয়া আইন ছিল	EVM এ ভোট নেওয়ার আইন বাতিল করা হয়েছে।
১৮	27. (1) প্রবাসী, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, আইনী হেফাজতে থাকা ভোটার ভোট প্রদান করতে পারতেন না।	27. (1) ভোট প্রদান করতে পারবেন।
১৯	29. (1) ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে "গণমাধ্যম" কর্মী সংযুক্ত ছিল না।	"গণমাধ্যম" কর্মী সংযুক্ত করা হয়েছে।
২০	36. (3) ভোট গণণা সময় গণমাধ্যমকর্মী উপস্থিত থাকতে পারতেন না।	ভোট গণণা সময় গণমাধ্যমকর্মী উপস্থিত থাকতে পারবে।

ক্রমিক	সংশোধনের পূর্বে	সংশোধনের পরে
২১	37. (2) ফলাফল একীভূতকরণের পূর্বে রির্টানিং অফিসারের বাতিল ব্যলট পেপার সমূহ পরীক্ষা বাধ্যবাদকতা ছিল	প্রয়োজন মনে করিলে পরীক্ষা করিবেন।
২২	38. সমভোটের লটারির বিধান ছিল	সমভোটের ক্ষেত্রে পুনঃভোটের হবে
২৩	44A. নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে শুধু প্রার্থীর ব্যয়কে গণণা করা হত	প্রার্থী পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের ব্যয়কে গণণা করতে হবে।
২৪	44B (2) নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভোটার প্রতি ব্যয়র হার নির্ধারন ছিল না।	ভোটার প্রতি ব্যয়ের হার ১০ (দশ) টাকা হাতে নির্ধার করা হয়েছে।
২৫	44CC. (1) ডোনেশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ রাজনৈতিক দলের ওয়েব সাইটে প্রকাশের বিধান ছিল না।	৫০০০/- টাকার বেশি অর্থ রাজনৈতিক দলের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা বিধান করা হয়েছে।
২৬	73A. (1) অনলাইনে অপরাধ বিষয়ক আইন ছিল না।	অনলাইনের মিথ্যা বিভ্যান্তিকর তথ্য ছবি, ভিডিও, ইত্যাদির ব্যবারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান চালু করা হয়েছে।
২৭	90E. (2) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হলে তা সাত কার্যদিবের ভিতরে জানানোর বিধান ছিল।	পনের কার্যদিবসের মধ্যে জানানোর বিধান হয়েছে।
২৮	90F. (1) কোন রাজনৈতিক দল দান গ্রহণ ব্যাংকিং চ্যনেলের মাধ্যেমে গ্রহণের বাধ্যবদকতা ছিল না।	“৫০০০০/- টাকা বা তার বেশি দান গ্রহণ করলে তা ব্যংকিং চ্যনেলের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবদকতা করা হয়েছে এবং দানের অর্থ দাতার টেক্স রির্টানে প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।
২৯	90HH. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন স্থগিত বিধান ছিল না।	নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে।
৩০	91. এক বা একাধিক কেন্দ্রের বা নির্বাচনী এলাকার ফলাফল স্থগিত বা বাতিলের বিধান ছিল না ।	ফলাফল স্থগিত বা বাতিলের বিধান করা হয়েছে।
৩১	91F. (1) হলফনামার তথ্য বা আয় ব্যয়ের রির্টানে গড়মিল থাকলে কমিশন তা তদন্ত করতে পারতেন না।	তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।	(১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।
(১) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;	(১) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;
নতুন সংযোজন	(২) **"জনসংযোগ"** অর্থ সংসদ সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাৎ বা পরিচিত হওয়া;
(২) **"দেওয়াল"** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প-কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	(৩) **"দেওয়াল"** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা কেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, উহার বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(৩) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;	(৪) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;
(৪) **"নির্বাচন"** অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;	(৫) **"নির্বাচন"** অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;
(৫) **"নির্বাচনি এলাকা"** অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;	(৬) **"নির্বাচনি এলাকা"** অর্থ কোন সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানির্দেশিত কোন নির্বাচনি এলাকা;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(৬) **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল:	(৭) **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;
(৭) **"পোস্টার"** অর্থ কাগজ, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপন-পত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	(৮) **"ব্যানার"** অর্থ প্রচার বা এরূপ কোন উদ্দেশ্যে কাপড় বা চট দ্বারা কিংবা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র;
নতুন সংযোজন	(১০) **"ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো"** অর্থ প্রচার বা এরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যানার বা ফেস্টুন ঝুলাইয়া দেওয়া বা টাঙ্গাইয়া দেওয়া;
(৮) **"প্রার্থী"** অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;	(১১) **"প্রার্থী"** অর্থ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত কোনো ব্যক্তি;
নতুন সংযোজন	(১২) **"প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী"** অর্থ এইরূপ কোনো প্রার্থী যিনি সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যাহার প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীন প্রত্যাহার করা হয় নাই বা দফা (২) এর অধীন স্থগিত করা হয় নাই;
(৯) **"যথাযথ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;	(১৩) **"যথাযথ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(১০) **"যানবাহন”** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;	(১৪) **‘‘যানবাহন’’** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;
(১১) **"সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি”** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার, কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।	(১৫) **‘‘সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’’** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, অন্তর্বতীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, অন্তর্বতীকালীন/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যসহ সমপর্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।
নতুন সংযোজন	**৩। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনুসরণীয় বিধানাবলী:** নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তিকে এই সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ০৪ হইতে বিধি ২৫ এর বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে।
৩। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ: কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।]	**৪। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ও বরাদ্দ প্রদান:** (১) কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান বা উপঢৌকন প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
৩ক। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।–	(২) কোন প্রার্থী কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতি বা সংগঠন হইতে কোন প্রকার সংবর্ধনা গ্রহণ করিতে পরিবেন না;
(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;	(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ: নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;
(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।	(৪) নির্বাচনকালীন অনুদান ও বরাদ্দ প্রদান নিষিদ্ধ: নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবে না।
৪। সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার। (১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান-হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না; (২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warant of Precedence ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে;	**৫। সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার:** (১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা বা এতদুদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থান করা যাইবে না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।	(২) অন্যান্য বিধিমালা বা নীতিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাইবেন।
৫। নির্বাচনী প্রচারণা।– নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।	**৬। জনসভা, পথসভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান:** নির্বাচনি প্রচারণায় কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য নিম্নোক্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে-
৬। সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-(১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-	(১) প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলেই সমান অধিকার পাইবেন। তবে প্রতিপক্ষের জনসভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবেন না;
(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে। তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু। করিতে পারিবে না;	(২) নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পূর্বে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাচনি প্রচারণার পরিকল্পনা প্রদান করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা সমন্বয় করিবেন।
(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদনপ্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;	(৩) জনসভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে। তবে, এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে; জনসভার অনুমতি গ্রহণের লিখিত কপি স্থানীয় নির্বাচন কমিশন অফিসে জমা দিতে হইবে;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;	(৪) জনসভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে জনসভার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;
(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;	(৫) জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন স্থান, সড়ক, মহাসড়ক ও জনপথে জনসভা, পথসভা কিংবা কোন ধরণের সভা-সমাবেশ করিতে পারিবে না এবং প্রার্থী বা দলের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা বা সভা-সমাবেশ ইত্যাদি করিতে পারিবে না;
(ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না।	(৬) কোন জনসভা অনুষ্ঠানে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বাধাদান করিলে বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনসভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং পুলিশ তৎক্ষনাৎ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (৭) কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশে কোন প্রকার জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান বা কোন প্রকার প্রচার-প্রচারণা করিতে পারিবেন না।
৭। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথা:-	**৭। লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড ব্যবহার:** নির্বাচনি প্রচারণায় —

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দণ্ডায়মান বস্তুতে:	(১) কোন প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাইবে না; (২) অপচনশীল দ্রব্য যেমন-রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এরূপ কোন উপাদানে তৈরি কোন প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না;
(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; (গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে; তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।	(৩) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্যকোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোন দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে, এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা, অটোরিক্সা, লেগুনা, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোন যানবাহনে কোন প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটাইতে পারিবে না; তবে, অন্য কোন স্থানে লিফলেট ও ব্যানার বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে;
(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;	(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ইত্যাদির কোনপ্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;
(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার × ১ (এক) মিটার হইতে হইবে এবং পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।	(৫) ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হইবে। ব্যানার আয়তনে অনধিক ১০ (দশ) ফুট × ৪ (চার) ফুট, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আয়তনে অনধিক A৪ সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি × ১১.৬৯ ইঞ্চি) এবং ফেস্টুন আয়তনে অনধিক ১৮ ইঞ্চি × ২৪ ইঞ্চি হইবে। ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবে না;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(৪) উপ-বিধি(৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবেন। (৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।	(৬) উপবিধি (৫) এ যাহাই থাকুক না কেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে, সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে ছাপাইতে পারিবেন। উল্লিখিত ছবি Portrait আকারে হইতে হইবে এবং উহা কোন অনুষ্ঠান ও জনসভায় নেতৃত্বদান বা প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছাপানো যাইবে না;
(৬) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার“ এর অধিক হইতে পারিবেন না;	(৭) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন “৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার” এর অধিক হইতে পারিবে না;
(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।	(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না;
(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পরিবেন না।।	(৯) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন ব্যবহার করা যাইবে না;
	(১০) ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ, এবং প্লাস্টিক (পিভিসি) ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**৮। ভোটার স্লিপ ব্যবহার:** কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান- (১) ভোটারের নাম, ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্বক ভোটার স্লিপ প্রদান করিতে পারিবে। তবে, কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে উক্ত ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবে না। (২) উপবিধি (১) তে উল্লিখিত ভোটার স্লিপ ১২ (বার) সেন্টিমিটার × ৮ (আট) সেন্টিমিটার আকারের অধিক হইতে পারিবে না, এবং উহাতে প্রার্থীর নাম বা ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক বা ভোট প্রার্থনা করিয়া কোন কথা বা এরুপ ইঙ্গিতবহ কিছু উল্লেখ করিতে পারিবে না; এবং (৩) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবে না।
৮। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-	**৯। যানবাহন ব্যবহার, মিছিল ও শোডাউন:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-
(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;	(১) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন বাস, ট্রাক, নৌযান, মোটরসাইকেল কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক বাহন সহকারে কোন মিছিল, জনসভা কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবেন না;
(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;	(২) নির্বাচনি প্রচারে যানবাহন সহকারে কিংবা যানবাহন ব্যতীত কোন ধরনের মশাল মিছিল করা যাইবে না;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না: (ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।	(৩) নির্বাচনি প্রচারে কোন হেলিকপ্টার বা অন্যকোন আকাশযান ব্যবহার করিতে পরিবেন না। তবে দলীয় প্রধান বা সমপর্যায়ের পদধারী এবং সাধারণ সম্পাদক বা উহার সমপর্যায়ের পদধারী ব্যক্তিগণ যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করিতে পারিবেন। এইরূপ যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন, বিতরণ বা নিক্ষেপ করা যাইবে না; (৪) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবেন না। রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধিসহ ০৫(পাঁচ) জনের অধিক ব্যক্তি গমন করিতে পারিবেন না;
<u>নতুন সংযোজন</u>	(৫) যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির ভিতরে ও বাহিরে মোটরসাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক বাহন চালাইতে পারিবেন না। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত সর্বসাধারণের জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে। (৬) নির্বাচনি প্রচারণা এবং ভোটগ্রহণের সময় কোন প্রকার ড্রোন, কোয়াডকপ্টার (Quadcopter) বা এ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে পরিবেন না।
[৮ক। **কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ।-** কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।]	**১০। মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান:** কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
৯। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং (খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না। **[৯ক। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।]	**১১। দেওয়াল লিখন:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- কোন দেওয়ালে লিখিয়া বা অংকন করিয়া কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না। **১২। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার:** নির্বাচনি প্রচারণায় প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।
১০। গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না; (খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট-এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না; (গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;	**১৩। গেইট, তোরণ, প্যান্ডেল ও ক্যাম্প স্থাপন এবং আলোকসজ্জাকরণ:** নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (১) কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবে না এবং চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন সামগ্রী স্থাপন বা কোন স্থাপনা নির্মাণ করিতে পারিবেন না; (২) ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরি করিতে পারিবেন না; (৩) প্রচারণার অংশ হিসাবে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না: (ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং (চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।	(৪) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; (৫) একজন প্রার্থীর দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে বা প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প অথবা কোন নির্বাচনী এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; (৬) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবে না।
নতুন সংযোজন	**১৪। বিলবোর্ড ব্যবহার:** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে — (১) যেকোন ধরণের বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাইবে। তবে বিলবোর্ডে প্রচারণার অংশের আয়তন অনধিক ১৬ (ষোল) ফুট × ৯ (নয়) ফুট হইতে হইবে; (২) কোন প্রার্থী কোন নির্বাচনী এলাকায় ২০ (বিশ) টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করিতে পারিবেন না; (৩) বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে কোনক্রমেই জনসাধারণের বা যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং পরিবেশ বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমনভাবে বিলবোর্ড স্থাপন করা যাইবে না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
১১। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ বা বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ-**। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা 'উস্কানিমূলক বা মানহানিকর) কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; (খ) মসজিদ, মন্দির গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;	১৫। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ, বিস্ফোরক বহন এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচার:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি- (১) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা বা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না; (২) ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন এবং আক্রমনাত্বক কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;
(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না; (ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না; (ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।	(৩) মসজিদ, মন্দির, ক্যায়াং (প্যাগোডা), গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয় এবং কোন সরকারী অফিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; (৪) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি বিনষ্ট করিতে পরিবেন না; (৫) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
	(৬) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং Arms Act, ১৮৭৮ (Act No. XI of ১৮৭৮) এর সংজ্ঞায় নিরূপিত অর্থে Firearms বা অন্য কোন Arms, লাঠি বা দেশীয় কোন ধারালো/ভোঁতা অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন না। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত সর্বসাধারণের জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।
নতুন সংযোজন	**১৬। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা:** কোন প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন। তবে এক্ষেত্রে — (১) প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট বা দল বা প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে; (২) প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করা যাইবে না;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
<u>নতুন সংযোজন</u>	(৩) ঘৃণাত্নক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কাহারো চেহারা বিকৃত করা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ সকল প্রকার ক্ষতি (৪) প্রতিপক্ষ, নারী, সংখ্যালঘু বা অন্য কোন জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা উসকানিমূলক ভাষা ব্যবহার করা যাইবে না; (৫) নির্বাচনি স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতির অপব্যবহার করা যাইবে না; (৬) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কনটেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করার পূর্বে সত্যতা যাচাই করিতে হইবে;
<u>নতুন সংযোজন</u>	(৭) রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কোন প্রার্থী বা ব্যক্তির চরিত্র হনন কিংবা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোন মাধ্যমে, সাধারণভাবে বা সম্পাদন (Edit) করে কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা Artificial Intelligence (AI) দ্বারা কোন মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, পক্ষপাতমুলক, বিদ্বেষপূর্ণ, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ এবং মানহানিকর কোন আধেয় (content) তৈরি, প্রকাশ, প্রচার ও শেয়ার করিতে পারিবেন না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ-। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (রাত) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।	**১৭। মাইক ও লাউড স্পিকার ব্যবহার:** (১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনি এলাকায় একইসঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না। (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি প্রচারণার সময়কালে কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮(আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন। (৩) নির্বাচনি প্রচারকার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেলের অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।
১২। প্রচারণার সময়-। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।	**১৮। প্রচারণার সময়:** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না, এবং ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার পূর্বে নির্বাচনি প্রচারণা শেষ করিতে হইবে। **১৯। প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ:** ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা সময়ের মধ্যে নির্বাচনি এলাকায় ব্যবহৃত নিজ নিজ প্রচারণা সামগ্রী প্রার্থী নিজ দায়িত্বে অপসারণ করিবেন।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
[১৪। সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনী প্রচারণা]-(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না। (২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।	**২০। সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা:** সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ — (১) তাহাদের সরকারি কর্মসূচির সহিত কোন নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না; (২) তাহাদের নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদসংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না। (৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদকতৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদকতৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।	(৩) প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনাকক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না; (৪) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা বা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। (৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]	**২১। নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি সুবিধা গ্রহণ:** নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর — (১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা কোনরূপ সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিত পারিবেন না; (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ নির্বাচন আয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কোন দলীয়/ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;
	(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না; (৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচনি প্রচারণা সময়কাল শুরু হইবার পূর্বেই তাহাকে উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ করিতে হইবে।
১৫। নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।-কোন প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।	**নির্বাচনি ব্যয়সীমা:** (১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪খ(৩) এ নির্ধারিত ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না। (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচন বিষয়ক কোন কনটেন্ট তৈরী, বিজ্ঞাপন প্রদান, বুষ্টিং ও স্পন্সরশিপসহ সকল প্রচারণা ব্যয় এর শিরোনামে সামগ্রিক নির্বাচনী ব্যয় এর সাথে নির্বাচন কমিশন বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
	(৩) নির্বাচনি ব্যয় দলের ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং প্রার্থীর ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) হাজার টাকার উর্ধ্বে হইলে তাহা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকিং মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে; (৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা বাবদ ব্যয়সমূহ প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৫) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণায় বিদেশি অর্থায়নে বিজ্ঞাপন প্রদান বা প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।
১৬। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার।-(১) ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। (২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।	**২৩। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার:** (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে। (২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।
(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।	(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন। (৪) পোলিং এজেন্ট বা কোনো ভোটার প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য ও প্রতীক সম্বলিত কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, ক্যাপ, ব্যাজ ইত্যাদি পরিধান করিয়া ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**২৪। নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ ও আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা:** প্রতীক বরাদ্দের পর পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার একই মঞ্চে সকল প্রার্থীদের উপস্থিতিতে তাহাদের নির্বাচনী ইশতেহার পাঠ এবং আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। **২৫। গণমাধ্যমে নির্বাচনি ডায়ালগ:** নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী বা দলের প্রতিনিধি টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক আয়োজিত ডায়ালগে অংশ নিতে পারিবেন। তবে কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করিয়া কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।
১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।- (১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে। (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।	**২৬। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম:** (১) এই বিধিমালার যেকোন বিধানের লঙ্ঘন “নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম” হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন। (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যেকোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।
(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন- (ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা (খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটানিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।	(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনভাবে কমিশনের নিকট নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন- (ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা (খ) তাৎক্ষণিকভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে। **১৮। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।-(১)** কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন: (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডনীয় হইবে।	(৪) উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, ১৯৭২ (P.O. No. ১৫৫ of ১৯৭২) এর Article ৯১A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে। **বিধিমালা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯১খ(৩) মোতাবেক (১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে; (২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে;
	কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল: (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরূপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;
	(২) উপবিধি (১) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন যাহার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৫৫) এর ৯১ঙ এর বিধান মোতাবেক উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে। (৩) উপবিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কমিশন, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবে; এবং উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

পূর্বের আচরণ বিধিমালা	বর্তমান আচরণ বিধিমালা
নতুন সংযোজন	**রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা:** রাজনৈতিক দলসমূহ এই আচরণ বিধির সকল বিধান মানিয়া চলিবে এই মর্মে তফসিল-১ এ উল্লেখিত নমুনা অনুযায়ী একটি অংগীকারনামা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিল করিবে।
নতুন সংযোজন	**প্রার্থী কর্তৃক বিধিমালার বিধানসমূহ মানিয়া চলিবার অঙ্গীকারনামা:** কোন ব্যক্তি প্রার্থী হিসাবে ঘোষিত হইলে তাহাকে তফসিল-২ এ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী এই মর্মে অংগীকার করিতে হইবে যে, তিনি এই বিধিমালার সকল বিধান মানিয়া চলিবেন এবং যদি তাহার বা তাহার কোন সহযোগীর দ্বারা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করা হয় তাহা হইলে, তিনি প্রচলিত আইন বা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।
১৯। রহিতকরণ।- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।	**রহিতকরণ ও হেফাজত:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮, তারিখ ৩ আশ্বিন ১৪১৫ মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল। একইসাথে এতদুদ্দেশ্যে ইতঃপূর্বে প্রনীত বিধিমালার আওতা সম্পাদিত কার্যাবলী হেফাজত করা হইল।

ধন্যবাদ